BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

চর্যাপদ চর্চার ধারাপথ

দেবব্রত মাইতি
ছাত্র, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পঃবঃ।

প্রবন্ধসার

'চর্যাপদ' প্রকাশের পর থেকে ভারতের অনেকগুলি আধুনিক ভাষায় তার আনুপুঙ্খ আলোচনা আজও চলেছে। বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে এবং ভাষাচার্য মহোদয়ের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে বাংলায় চর্যাপদচর্চা একটু বেশি পরিমাণে হয়েছে – একথা সত্য। তবে দাবীদার অন্যান্য ভাষা যথা – ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষাতেও যুক্তিতে শান দিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমাদের নজরে পড়ে। অবশ্য এদের মধ্যে ওড়িআ এবং অসমিয়ার গবেষণা বেশ সমৃদ্ধ। তবুও বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতীয় আধুনিক ভাষায় চর্যাপদ চর্চার একটা ধারাপথ তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি। একই সঙ্গে আমাদের সহোদর রাষ্ট্র বাংলাদেশেও যৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে। আমাদের আলোচনা ভাবীকালের চর্যাপদ গবেষকদের তথ্যানুসন্ধানে সহায়ক হবে।

ভূমিকা

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য চর্চায় 'চর্যাপদ' আমাদের নব্যভারতীয় আর্যভাষার উৎসদ্বারে পৌঁছে দেয়। বিশেষত পূর্বভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ পথটি এখান থেকে শুরু। ভাষাগত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রতিফলিত সামাজিক জীবন, উৎকীর্ণ নানান ভৌগোলিক পরিবেশ, ধার্মিক প্রসারণতা ও পাথুরে নানান প্রমাণাদি সহযোগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবেচনায় চর্যাপদকে একাধিক ভাষার পক্ষ থেকে দাবী তোলা হয়েছে তাদের নিজেদের সম্পদ বলে। ফলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি থেকে সাহিত্যের ইতিহাস, এমনকি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে চর্যাপদের গুরুত্ব অধুনা অনেক ভাষাতের দেখা যায়। বিশেষত বাংলা ও ওড়িয়া ভাষাতে এর চর্চার ব্যাপকতা নজর কাড়ে। পাশাপাশি নানা সময়ে হিন্দী, মৈথিলী ও অসমিয়া সাহিত্যের গবেষকগণ 'চর্যাপদ' বিষয়ে মৌলিক কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা বর্তমান আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের কিঞ্চিৎ সংবাদ গ্রহণ করব।

বাংলা ঃ–

বাংলাসহ সমগ্র ভারতীয় 'চর্যাপদ' বিষয়ে নান্দীপাঠ করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত 'চর্যাপদ' পুঁথিটি আরো তিনটির সঙ্গে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ পায়। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে। এছাড়াও নানা সময়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নানান অভিভাষণ কিংবা গ্রন্থাদিতে 'চর্যাপদ' প্রসঙ্গ এনেছেন। যথা – (ক) সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (১৯১৪)। (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ (১৯১৫)। (গ) সম্বোধন (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯১৬)। (ঘ) সহজযান : (নারায়ণ পত্রিকা ১৯১৬)। (ঙ) Bengali Buddhis Literature (Culcutta Review, 1917)। (চ) বেনের মেয়ে (উপন্যাস, ১৯১৯)।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'চর্যাপদ' বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা না করলেও নানান সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যথা – (ক) The origin and Development of the Bengali Language (1926)। (খ) বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা (বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ১ম সং, ১৯২৯) (গ) খৃষ্ট্রীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯৩৩) (ঘ) বাঙ্গালা ভাষার

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ২য় সং, ১৯৩৪) (ঙ) The History of Bengal (Edited Vol- by R.C. Majumder)

বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষারদ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহোদয় 'চর্যাপদ; প্রসঙ্গে বিবিধ সময়ে বিবিধ আলোচনা করেছেন। যথা - (ক) Some Aspects of Buddhis Mysticism in the Caryapadas (The Caltutta Oriental Journal, 1934) (খ) Dohakosh (Calcutta Sanskrit Series, 1938) (গ) Materials for a Critical Edition of the old Bengali Caryapadas (Jousnal of the Department of letters, C.U.1938) (ঘ) Caryagitikosa of Buddhist Siddhas, Viswa Bharati, 1956

পণ্ডিত প্রবর ভাষাবিদ সুকুমার সেন পৃথক গ্রন্থ এবং বৃহৎগ্রন্থের অভ্যন্তরে চর্যাপদ বিষয়ে নিবিড় আলোচনা করেছেন। ধারাবাহিকভাবে তাদের সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। যথা – (ক) Index Verborum of the old Bengali Carya Songs and Fragments (Indian] Linguistics, 1947) (খ) Old Bengali Texts or Caryagitikosa (Indian Linguistics, 1948) (গ) চর্যাগীতি পদাবলি (১৯৬৬) (ঘ) ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫০) (ঙ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৩) (চ) প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালা (১৯৪৩) ;(ছ) History o Bengali Literature (1960)

এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের কয়েকটি রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা – (ক) Obscure Religions cults as Background of Bengali Literature (1946) (খ) An Introduction to Tantric Buddhism (1950) (গ) বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (1956)

সাম্প্রতিক অতীতে অধ্যাপক নীলরতন সেন চর্যাপদ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর কাজের নমুনা নিলে দাঁড়ায় – (ক) Early Eastern NIA Verification (Indian Institution of Advance Study, 1975) (খ) চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয় (1974) (গ) CARYAGITIKISA (Indian Institution of Advance Study, 1977) (ঘ) চর্যাগীতি কোষ (১৯৭৮)

আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলা চিন্তাচর্যাকে সমৃদ্ধি করেছে। যথা – (ক) চর্যাপদ (১৩৫২) - মণীন্দ্রমোহন বসু (খ) চর্যাগীতি পরিচয় (১৯৬০) - সত্যব্রত দে (গ) চর্যাপদ (১৯৬০) - অতীন্দ্র মজুমদার (ঘ) চর্যাগীতি (১৯৬৫) - তারাপদ মুখোপাধ্যায় (ঙ) চর্যাগীতি পরুক্রমা (১৯৭২) - নির্মল কুমার দাশ (চ) চর্যাগীতির ভূমিকা (১৯৭৬) - জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী (ছ) চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা (১৯৮১) - সুমঙ্গল রাণা (জ) নবচর্যাপদ (১৯৮৯) - অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়

ওড়িআঃ–

বাংলার পরে ওড়িআ ভাষাতে চর্যাপদ নিয়ে সর্বাধিক আগ্রহ দেখা গেছে। ওড়িশার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে 'চর্যাপদ' বিসেষ গুরুত্ব লাভ করেছে প্রাক্ সারলা যুগের ওড়িআ সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে।

চর্যাপদ বিষয়ে কয়েকটি ওড়িআ গ্রন্থ হল – (ক) চর্যাগীতিকা (১৯৬৫) - খগেশ্বর মহাপাত্র (খ) আশ্চর্য চর্যাপদ (১৯৬৯) - করুণাকর কর (গ) প্রন্ন ওড়িয়া (১৯৭৯) - খগেশ্বর মহাপাত্র (ঘ) চর্যাগীতি (২০১২) - সুরেন্দ্র কুমার মহারাণা

এছাড়াও ওড়িআ সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের কয়েকটি পুস্তকে চর্যাপদ বিষয়ে গুরুতত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। যথা – (ক) History of Oriya Literature (1962) - Mayadhar Mansingha (খ) ওড়িআ সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ভাগ, ১৯৭৮) - সূর্যনারায়ণ দাস (গ)ওড়িআ সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ভাগ, ১৯৮৩) - বৃন্দাবনচন্দ্র আচার্য (ঘ) ওড়িআ সাহিত্যের তিহাস (১৯৮৮) - সুরেন্দ্র কুমার মহারাণা

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

অসমিয়াঃ-

যদিও 'চর্যাপদ' রচনাকালে অসমিয়া ভাষা বাংলার থেকে পৃথক হয়নি। তবুও কোথাও যেন কামরূপের প্রভাব অন্বেষণ করতে গিয়ে অসমিয়া সমাবোচকগণ চর্যাপদ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন। সুতরাং অসমিয়া ভাষাতেও 'চর্যাপদ' চর্চা আমাদের নজর কাড়ে। কয়েকটি স্বতন্ত্র পুস্তক ও সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে 'চর্যাপদ' আলোচনা বেশ সমৃদ্ধ। যথা – (ক) অসমিয়া সাহিত্যের সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত (১৯৮১) – সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা (খ) A Socio economic and Cultural History of Medieval Assam (১৯৮৯) (গ) চর্যাপদ (১৯৯২) - পরীক্ষিৎ হাজারিকা (ঘ) অসমিয়া সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৬২) - মহেশ্বর নেওগ (ঙ) অসমিয়া সাহিত্যের পূর্ণ ইতিহাস (২০০০) -হরিনাথ শর্মাদলৈ (চ) চর্যাপদ ও অসমিয়া ভাষা (ভাষা ও সাহিত্য) - উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী

হিন্দীঃ-

যদিও 'চর্যাপদ'-এর ভাষাগত হিন্দীর সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। কেননা মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট, জাত ভাষার মধ্যেই এর মিল পাওয়া সম্ভব, শৌরসমী অপভ্রংশ অবহট্ট, জাত হিন্দীর সঙ্গে নয়। তবুও হিন্দী ভাষার পণ্ডিত প্রবর সাহিত্যিক ও সমালোচক রাহুল সাংকৃত্যায়ন এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। এখানে হিন্দীতে 'চর্যাপদ' বিষয়ে কয়েকটি সন্ধান উল্লেখ করা হল – (ক) হিন্দী কাব্যধারা (১৯৪৫) - রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন (খ) দোহাকোষ (১৯৫৭) - রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন (গ) সিদ্ধ সাহিত্য (১৯৫৫) - ধর্মবীর ভারতী

মৈথিলীঃ–

'চর্যাপদ'-এর সঙ্গে মৈথিলী ভাষার সংযোগের কথা প্রথম দেখালেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জয়কান্ত মিশ্র। যদিও মৈথিলীতে চর্যাপদ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ আমাদের নজর কাড়েনি। তবে অধ্যাপক জয়কান্ত মিশ্র প্রণীত 'A History of Maithili Literature' (Vol-I)-তে তিনি ১৯৪৯ সালে দেখালেন চর্যাগীতি সমূহ আসলে ভাষাগত ও গীতিকারগণের সম্যক পরিসরে এগুলি প্রাচীন মৈথিলী গীতি।'

বহির্ভারতঃ–

বহির্ভারতে বাংলা ভাষাচর্চার পীঠস্তান বাংলা দেশে চর্যাপদ বিষয়ে আলোচনার নান্দীপাঠ করেছেন পন্ডিত প্রবর সুহামদ শহীদুল্লাহ। তাঁর বিশিষ্ট গবেষণা হল — (ক) Les Chants Mystiques de Kannaet de Saraha (Paris, 1928) (খ) Buddhist Mystic Songs (Dacca, 1966) (গ) বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা, ১৯৮০) (ঘ) বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত (ঢাকা, ১৯৬৫)

এছাড়াও কয়েকটি নজরকাড়া গ্রন্থ হল — (ক) চর্যাগীতিকা (১৯৮৪) – সৈয়দ আলী আহসান (খ) বৌদ্ধ চর্যাপদ (১৯৯০) – এস. এম. লুৎফর রহমান (গ) চর্যাপদ (১৯৯০) – জ্যোতি পাল মহাথ (ঘ) চর্যাপদ পরিচয় (১৯ – শান্তিরঞ্জন ভৌমিক (ঙ) A Thousand year old Bengali Mystic Poctry (১৯৯৩) - হাসনা জসীমউদ্দীন মত্তদুদ।

বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় চর্যাপদ চর্চা কমবেশি হয়েছে। এমন কয়েকটি প্রকশান হল — (ক) Pes Kvacrne, An Anthology of Buddhist Tanfric Songs : A Study of Caryagiti (Oslo, 1977) (খ) Chants Carya, du Bengali ancien (Paris, 1981)

পরিশেষে বলা যায় দেশীয় ভাষা কিংবা বিদেশী ভাষা অথবা দেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক না কেন 'চর্যাপদ' প্রকাশে শতবর্ষ পেরিয়েও তাকে নিয়ে এত কাটা ছেঁড়ার মধ্যেও মীমাংশা হল না চর্যাপদ আসলে কোন ভাষার সম্পদ অথবা যৌথ সম্পদ। আণাদের মনে হয় সমগ্র পূর্বভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশমান পর্যায়ের এই রচনা নিয়ে মৌলিক ও যোগ্য গবেষণার অভাব এখনো রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

(১) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম), মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫।
(২) সেন, নীলরতন চর্যাগীতিকোষ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৭৮।
(৩) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম), আনন্দ, কলকাতা, ২০০০।